6

দৈনিক বাংলা

তারিখ 05 OCT 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

দেড় কোটি শিশু স্কুলে ভর্তি ঃ সাক্ষরতা হার ৬২ শতাংশে দাঁড়াবে

মিডিয়া সিন্ডিকেট ঃ সরকারী– বেসরকারী যৌথ প্রচেষ্টায় জনমনে শিক্ষার প্রতি ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। '৯৪তেই অর্জিত হয়েছে ৯৫'র জন্য ধার্য করা লক্ষ্যমাত্রার, বেশীসাফল্য।

সরকার '৯৫ সালের মধ্যে স্কুল ভর্তির হার শতকরা ৮২ ভাগে উন্নীত করার লক্ষ্য ধার্য করেছিলেন। বর্তমানে স্কুল গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা পৌনে দু'কোটি। এর মধ্যে দেড় কোটি শিশু স্কুলে ভর্তি হয়েছে। স্কুলগামী শিশুর হার এখন শতকরা ৮৬। অন্যদিকে, শিক্ষা সমাপনীর হার দাঁড়িয়েছে শতকরা ৬০ ভাগে। '৯১ সালে এ হার ছিল শতকরা ৪০। বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার হার কমে এখন শতকরা ৪০ ভাগ হয়েছে। এ সংখ্যা আরো কমানোর ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। জীবনমুখী আকর্ষণীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে স্কুল থেকে ঝড়ে পড়া শিশুর হার দ্রুত কমানো সম্ভব হবে বলে কর্মকর্তারা আশা করছেন।

তাদের মতে, সরকার শিক্ষাখাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার এবং প্রাথমিক শিক্ষাখাতকে সবিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন। সকল প্রচেষ্টা সফল করার জন্য এ খাতের ব্যয়বরাদ্দও বেড়েছে কয়েকগুণ। প্রাথমিক শিক্ষাখাতে ১৯৯০–৯১তে বরাদ্দ ছিল ৭শ ১৭ কোটি টাকা। এ বছর তা বৃদ্ধি করে ১৭শ ২৭ কোটি টাকা করা হয়েছে।

সরকার দু'হাজার সালের মধ্যে স্কুল গমনোপযোগী শিশুর ভর্তির হার শতকরা ৯৫ ভাগে, বিদ্যালয় সমাপনীর হার ৭০ ভাগে এবং সাক্ষরতার হার শতকরা ৬২ ভাগে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করে ১৯৯১ সালে 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচী গ্রহণ করে।

(৫–এর পৃঃ দ্রঃ)

দেড় কোটি শিশু স্কুলে ভর্তি ঃ সাক্ষরতা হার ৬২

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সরকার প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী সফল করার সর্বাত্মক উদ্যোগ নিলেও স্কুল সরকারীকরণের পরিবর্তে বেসরকারী স্কুল ও স্থানীয় উদ্যোগকে বিভিন্নমুখী পৃষ্ঠপোষকতা করার নীতি নিয়েছে। রেজিস্টার্ড বেসরকারী স্কুলের ৪ জন শিক্ষকের প্রত্যেককে মাসে ৫শ' টাকা করে বেতন–ভাতা দেয়া হচ্ছে। এছাড়াও গ্রহণ করেছে স্কুল ভবন পুনঃনির্মাণ ও মেরামতের কর্মসূচী।

সূত্র মতে, সরকার সম্পূর্ণ নিজ অর্থে ১৯৯২–৯৩তে ৮ হাজার ৮শ ৩০টি রেজিস্টার্ড বেসরকারী প্রাইমারী স্কুল ভবন পুনঃনির্মাণ ও মেরামতের কর্মসূচী গ্রহণ করে। এর মধ্যে ৭ হাজার ৮শ ৩২টি স্কুল ভবন পুনঃনির্মাণ এবং বাকিগুলো মেরামত করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল। ৪শ ২৭ কোটি টাকার ব্যয় সাপেক্ষ এ কর্মসূচী বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয় ৯২–৯৩ অর্থবছরের শেষ ভাগ থেকে। গত আগস্ট পর্যন্ত ৮ হাজারেরও বেশী স্কুলের কাজ শেষ হয়েছে। বাকিগুলোর কাজ এ বছরের মধ্যেই শেষ হবে বলে সূত্র জানায়।

এছাড়া ইতিমধ্যে সরকার এ বছর নতুন বেসরকারী ৫ হাজার ৫শ ১৯টি প্রাথমিক স্কুলকে রেজিস্ট্রেশন দিয়েছে। এর আগে রেজিস্টার্ড বেসরকারী প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা ছিল ৮ হাজার ৮শ ৩০। আরো ১০ হাজারের মত আবেদন সরকারের বিবেচনাধীন। প্রতিদিনই নতুন নতুন আবেদন আসছে। এ বছর জুন থেকে আগস্টের মধ্যে ৩ হাজার ৭শ ৬০টি স্কুলকে রেজিস্ট্রেশন দেয়া হয়েছে। বছরান্তে আরো হাজার দুয়েক স্কুল রেজিস্ট্রি হতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়।